সংবাদ

0 016

তারিখ ... ৩০.৯.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা: রোববার, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৯১

সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব

দেশের কয়েকটি সরকারী কলেজের শিক্ষা সমস্যার যে প্রতিবেদন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ছাত্ররা এক অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

প্রধানতঃ শিক্ষকের অভাবেই সরকারী কলেজসমূহে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। পরীক্ষায় ছাত্রদের পাসের হারের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে।

মাদারীপুরের সরকারী নাজিমুদ্দিন কলেজে ৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রায় তিন মাস হল অধ্যক্ষের পদ শূন্য। সাড়ে পাঁচ মাস ধরে কোন উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়নি। অথচ কলেজটি বেসরকারী থাকাকালীন উপাধ্যক্ষের পদ কখনো শূন্য ছিল না। এদের বাদ দিয়েই সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও প্রদর্শকসহ ৩৭টি পদ কলেজে শূন্য রয়েছে। নাটোর সরকারী কলেজেও ২০টি অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। শরিয়তপুর সরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। মানিকগঞ্জের সরকারী দেবেন্দ্রনাথ কলেজেও শিক্ষক সমস্যা রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতির অভাব, শিক্ষকদের বাসস্থানের অভাবসহ কলেজের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষকের অভাব। দেশে উপযুক্ত শিক্ষক মিলছে না, এরকম কোন কথা সরকারী মহল থেকে বলা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা ও গড়িমসিই সম্ভবতঃ এর মুখ্য কারণ। সরকার শিক্ষার উন্নতিকল্পে কী করেছেন তা বলে থাকেন, কিন্তু কী অসুবিধা আছে তা বলেন না।

বেসরকারী কলেজগুলো সরকারীকরণের মূলে রয়েছে, শিক্ষকরা যাতে নিয়মিত বেতন পেয়ে শিক্ষাদান কার্যে অনন্যমনা হয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। কলেজ-বিদ্যালয় সরকারীকরণের দাবী দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যই উঠেছিল।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর ইত্যাদি সুভাষিতাবলী বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় সেমিনারে বলা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষকের অভাবে কলেজে-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হচ্ছে না। এখানে মাত্র কয়েকটি সরকারী কলেজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই এমন সরকারী কলেজ আরো অনেক আছে। কিন্তু শিক্ষক কেন যথাসময়ে নিয়োগ করা হয় না, সরকারী শিক্ষা বিভাগ কেন তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, অসুবিধা কোথায়, সে কথাটা জানার কোন উপায় নেই।

ব্যাপারটা এই নয় যে, শিক্ষকের পদ খালি পড়ে থাকাটা মাত্র সাময়িক ব্যাপার। মাসের পর মাস কলেজে শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে নিশ্চয়ই সরকারের কাছে জানানো হয়, কিন্তু কাজের বেলা কিছুই হয় না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক সমস্যা সমাধানের জন্য কী ভাবছেন। কেন শিক্ষকের পদ খালি পড়ে থাকে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পড়েছে কী দেশে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না তারা। যারা ছেলে-মেয়েদের কলেজে-বিদ্যালয়ে পাঠান সে সব অভিভাবকদের নিশ্চয়ই জানার অধিকার আছে যে, শিক্ষকের অভাবে কেন তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ব্যাহত হবে।

অথচ সরকার ইতিমধ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে কী ধরনের যোগ্য শিক্ষক কলেজে অধ্যাপনার অনুমতি পাবেন তা স্থির করেছেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণের জন্যই কী সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে, না অন্য কিছু? আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের অবহিত করার ব্যবস্থা নেবেন এবং সর্বোপরি সরকারী কলেজসমূহে যেখানেই শিক্ষকের পদ খালি আছে তা আশু পূরণ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করবেন।

দেশের সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে এমনই বিপর্যস্ত যে, শিক্ষার ধারা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে। সেখানে কয়েকটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এবং ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার দিকটার উপর জোর দিয়ে সামগ্রিক শিক্ষাধারাকে অব্যবস্থার শিকার করে রাখার মধ্যে সুষ্ঠু শিক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখতে চাওয়া কল্যাণকর হতে পারে না। অথচ অবস্থাটা কেউ মুখে স্বীকার না করলেও কার্যক্ষেত্রে তাই চলছে। সরকারী কলেজসমূহে যে হারে শিক্ষকের অভাব চলছে এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার প্রতি চোখ ফিরিয়ে না রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নিকট আবেদন জানাই।